মেহেরপুরে সাত মাদক সেবণকারীর জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী পৃথক দুটি অভিযানে মোট ৭ জনকে জেল জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

বুধবার দুপুরে সদর উপজেলার বুড়িপোতা ও গভীপুর এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এ জেল জরিমানা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহা: হাবিবুর রহমান।

কারাদণ্ড প্রাপ্তরা হলেন, মেহেরপুর বুড়িপুতা গ্রামের মৃত হেরেন শেখের ছেলে মোঃ আলফাজ হোসেন(৫৫),মোঃ নাছির আলীর ছেলে,মোঃ আনোয়ার হোসেন(৩২),ধুলো শেখের ছেলে মোঃ আব্দুর রশিদ(৪০),গাংনী উপজেলার ঝিনেরপুল এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে মোঃ রিয়াসাদ আজিম রনি(৩৭),গোভীপুর গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে মোঃ রিপন হোসেন,গাংনী শিশির পাড়া এলাকার ইদ্রিস আলীর ছেলে মোঃআবু আনছারি আলম(৩৯),গোভীপুর গ্রামের কাইয়ুম চৌধুরীর ছেলে সাব্বির আহমেদ ওরফে জনি(৪০)।

পৃথক দুটি অভিযান সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর সদর থানার বুড়িপোতা এলাকায় টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করে ১৫ গ্রাম গাঁজা সহ ০৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয় এবং মেহেরপুর সদর থানার গোভীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিদেশি মদ পান করা অবস্থায় ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানায় গ্রেফতারকৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারা ও ৩০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় অপরদিকে মেহেরপুর সদর থানার গোভীপুর গ্রামে গ্রেফতারকৃত প্রত্যেককে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করেছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মেহেরপুরের পরিদর্শক বিনোদবিহারী। তিনি জানিয়েছেন দন্ডপ্রাপ্তদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন আমজাদ হোসেন

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছেন মোঃ আমজাদ হোসেন। বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র তুলে দেওয়া হয় তার হাতে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাংনী আসনে আমজাদ হোসেনকে মনোনীত করা হয়।

মনোনয়ন নিশ্চিত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গাংনী বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। অনেক নেতা-কর্মী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেন। বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি বিতরণের মধ্য দিয়ে মনোনয়নকে স্বাগত জানানো হয়।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পর প্রতিক্রিয়ায় মোঃ আমজাদ হোসেন বলেন, দল আমার ওপর যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছে, আমি তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে চাই। গাংনীর সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ন্যায্য অধিকার ও উন্নয়নের দাবিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে চাই।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে দেশের মানুষ গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও ন্যায়বিচার ফিরে পেতে মুখিয়ে আছে। সেই লক্ষ্যেই বিএনপি কাজ করে যাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, গাংনীর জনগণ আমাদের এই আন্দোলন ও নির্বাচনী যাত্রায় সক্রিয়ভাবে পাশে থাকবে এবং ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে।

এদিকে স্থানীয় বিএনপি নেতারা জানান, চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার মাধ্যমে গাংনী আসনে দলীয় কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে। তৃণমূল পর্যায়ে গণসংযোগ ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনটি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি আসন হিসেবে পরিচিত। এ আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন ঘোষণাকে ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ঢাকায় যাচ্ছেন মেহেরপুরের ৫ হাজার বিএনপি নেতাকর্মী

দীর্ঘ ১৭ বছর পর আগামী ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ খবরে রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা ও জল্পনা।

দলীয় প্রধানের আগমনকে ঘিরে প্রস্তুতি সভা ও আনন্দ মিছিল করছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

ইতোমধ্যে ঢাকায় যাওয়ার জন্য বাস ও মাইক্রোবাস ভাড়াসহ নানা প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। জেলাজুড়ে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলা থেকে তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে ঢাকায় যাবেন প্রায় ৫ হাজার নেতাকর্মী। এ জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস ও মাইক্রোবাস প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন জানান, বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠন মিলিয়ে প্রায় ৫ হাজার নেতাকর্মী ঢাকায় যাবেন। ইতোমধ্যে বাস ও মাইক্রোবাস ভাড়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির আনন্দ মিছিল

দীর্ঘ ১৭ বছরের প্রবাসজীবন শেষে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগামী ২৫ ডিসেম্বর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মেহেরপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র কার্যালয় থেকে একটি বিশাল আনন্দ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এ সময় নেতাকর্মীরা তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগানে পুরো এলাকা মুখরিত করে তোলেন।

নেতারা বলেন, তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিএনপি ও দেশের রাজনীতির জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এর মাধ্যমে দল আরও শক্তিশালী হবে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন নতুন গতি লাভ করবে। সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরেও এ উপলক্ষে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।

মিছিলের নেতৃত্ব দেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। এতে অংশগ্রহণ করেন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমান আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহসহ জেলা, উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

মেহেরপুরে বিএনপির চিফ এজেন্ট অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর-মুজিবনগর) আসনে বিএনপি মনোনীত চিফ এজেন্ট হিসেবে মনোনীত হয়েছেন সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন।

মেহেরপুরে গণঅধিকার পরিষদ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র উত্তোলন

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি হিসেবে বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থীরা মেহেরপুরের দুটি আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

মেহেরপুর-১ আসনে দলের প্রার্থী হিসেবে মেহেরপুর জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি সাইফুল ইসলাম মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেন।

অন্যদিকে, মেহেরপুর-২ আসনে দলের প্রার্থী হিসেবে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রাইসুল হক মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক মিনারুল ইসলাম এবং মেহেরপুর জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি আলমগীর হোসেন।

গণঅধিকার পরিষদের নেতারা জানান, দলটি আসন্ন নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে। নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই মনোনয়নপত্র সংগ্রহকে তারা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন।

মেহেরপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা. সজিবুল হকের মনোনয়নপত্র উত্তোলন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর-মুজিবনগর) আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ডা. সজিবুল হক।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুর সোয়া ১টার দিকে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার অনুপস্থিত থাকায় সহকারী রিটার্নিং অফিসার এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলামের কাছ থেকে তিনি এ ফরম সংগ্রহ করেন।

মনোনয়নপত্র গ্রহণের পর ডা. সজিবুল হক বলেন, ‘নির্বাচিত হলে আমি মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করব। অসহায়, গরিব ও দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াব। বেকারত্ব দূরীকরণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেব এবং রাস্তাঘাটসহ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করব।’

এ সময় তার সঙ্গে স্থানীয় সমর্থক, নেতাকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ অনুষ্ঠিতব্য এ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমার শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর। মেহেরপুর-১ আসনটি এবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

নারী প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় রোমানা আহমেদ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সাবেক শিশু বিষয়ক সম্পাদক রোমানা আহমেদ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসন থেকে সংসদ সদস্য প্রার্থী হতে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছেন।

একজন নারী প্রার্থী হিসেবে তাঁর মনোনয়ন উত্তোলনকে ঘিরে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলামের কাছ থেকে রোমানা আহমেদের প্রতিনিধি দল আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করে।

দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে সক্রিয় রোমানা আহমেদ তৃণমূল পর্যায়ে একজন পরিচিত ও জনপ্রিয় মুখ। তিনি এর আগে টানা দুইবার মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় তাঁর এই অভিজ্ঞতা তাঁকে শক্তিশালী নারী নেতৃত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মেহেরপুর-১ আসনে একজন অভিজ্ঞ নারী প্রার্থীর মনোনয়ন উত্তোলন বিএনপির জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এতে নারী ভোটারদের পাশাপাশি তরুণ ভোটারদের মধ্যেও ইতিবাচক সাড়া পড়তে পারে বলে মনে করছেন তারা।

মনোনয়নপত্র উত্তোলনের সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মিন্টু, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৌরভ হোসেন, জেলা মহিলা দলের সহসভাপতি সাবিয়া সুলতানাসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নারী নেতাকর্মীরা।

রোমানা আহমেদের মনোনয়ন উত্তোলনের খবরে জেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ও প্রত্যাশা দেখা দিয়েছে। নারী নেতৃত্বের অগ্রযাত্রায় তাঁর এই পদক্ষেপ মেহেরপুরের রাজনীতিতে

নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

মেহেরপুরে ড্রামট্রাক-মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে একজন নিহত, আহত ১

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ-টেংরামারি সড়কের আশরাফপুরে ড্রামট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী লিজন হোসেন নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন চালক রকিবুল ইসলাম।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে আশরাফপুরে একটি ইটভাটার পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত লিজন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মফিজুল ইসলামের ছেলে এবং আহত রকিবুল সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের সামসুল হোদা মন্ডলের ছেলে। তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, চকশ্যামনগর থেকে একটি মোটর সাইকেল নিয়ে লিজন ও রকিবুল আশরাফপুরের দিকে যাচ্ছিল। অপরদিক থেকে আসা বালি বোঝাই একটি ড্রাম ট্রাক আমদহের দিকে যাচ্ছিল। আশরাফপুর ইটভাটা নিকট পৌছালে অসাবধানবশত ড্রাম ট্রাকের সাথে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে মোটরসাইকেল আরোহী লিজন মারা যান এবং চালক রকিবুল গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। এদিকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে এবং বালি বোঝাই ড্রাম ট্রাকটি জব্দ করে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিলো। লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় কারণ অনুসন্ধান চল

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিজিবির নজরদারি জোরদার

খুলনায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রধান ও শ্রমিক সংগঠনের খুলনা বিভাগীয় সংগঠক মোস্তাফিজুর রহমান শিকদার আহত হওয়ার পর থেকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)’র পক্ষ থেকে ব্যাটালিয়নের আওতাধীন মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

ঘটনার পর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ মেহেরপুর সীমান্তের পিলার ৭৫/০ থেকে ১৩১/৮-আর পর্যন্ত প্রায় ১৩০ কিলোমিটার এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি ও নজরদারি কার্যক্রম শুরু করেছে।

সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে টহল বৃদ্ধি, গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার এবং অতিরিক্ত বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

বিজিবি সূত্র জানায়, যেসব সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই, সেসব এলাকা বিশেষভাবে সিলগালা করা হয়েছে। সীমান্ত দিয়ে যেন কোনো ধরনের অনুপ্রবেশ বা অপরাধী পালিয়ে যেতে না পারে, সে লক্ষ্যে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

মুজিবনগর, নাজিরাকোনা, দারিয়াপুর, বুড়িপোতা, ইছাখালী, ঝাঝা, হরিরামপুর, শোলমারিসহ বিভিন্ন বিওপি এলাকায় অতিরিক্ত টহল জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্তসংলগ্ন অভ্যন্তরীণ এলাকায় যানবাহন ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ওপর তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে।

সীমান্ত এলাকা ছাড়াও গাংনী উপজেলা শহরে, মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ ও মেহেরপুর শহরে বিজিবির বিভিন্ন দল টহল ও তল্লাশি করতে দেখা গেছে। ঘটনাটি রাজনৈতিক অঙ্গনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অভিযান জোরদার করেছে।

খুলনায় এনসিপি নেতা মোতালেব হোসেনকে (৪২) গুলি করে আহত করার ঘটনায়- মেহেরপুরের গাংনীর সীমান্ত এলাকায় নজরদারি, পাহারা ও টহল জোরদার করেছে বিজিবি।

এদিকে ৪৭ বিজিবির পক্ষ থেকেও সোমবার বিকাল থেকে গাংনী সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় পাহারা ও টহল জোরদার করা হয়। ৪৭ বিজিবি’র পক্ষ থেকে সোমবার বিকেলে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২২ ডিসেম্বর খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গা থানার সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকার সামনে দিয়ে যাওয়ার পথে জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির শ্রমিক উইং এর খুলনা বিভাগীয় আহবায়ক ও এনসিপি কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মোঃ মোতালেব সিকদারকে (৪২) দুর্বৃত্তরা গুলি করে আহত করে। এঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতকারীকে আটক এবং সীমান্ত অতিক্রম রোধকল্পে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর দায়িত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী গাংনী বিভিন্ন সীমান্তে নিচ্ছিদ্র নজরদারী ও পাহারা জোরদার করা হয়েছে।

এর প্রেক্ষিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর অধীনস্থ বিওপিসমূহ কর্তৃক দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এবং সীমান্তের আশেপাশের এলাকায় ৮টি চেকপোষ্ট স্থাপনের মাধ্যমে দুষ্কৃতকারীকে আটকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও নিয়মিত টহলের পাশাপাশি সীমান্তে দ্বিগুন টহল তৎপরতা বৃদ্ধি, চেকপোষ্টে তল্লাশি কার্যক্রমের মাধ্যমে দৃষ্কৃতকারী, অপরাধীর সীমান্ত অতিক্রম রোধকল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল সোমবার বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গা এলাকায় দুর্বৃত্তরা তার মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পরবর্তীতে চিকিৎসকদের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে শেখ হাসিনা সিটি মেডিকেল সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়।